মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৩৪৩

পর্ব-২২: পোশাক-পরিচ্ছদ (كتاب اللباس)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

الْفَصْلُ الثَّانِي

আরবী

وَعَن معاذِ بن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

বাংলা

৪৩৪৩-[৪০] মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার পর এ দু'আ, ''আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যাত্ব ত্ব'আ-মা ওয়ারাযাকানীহি মিন গয়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্'' পড়ে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে এ খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন। (তিরমিযী)[1]

আর আবূ দাঊদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এ দু'আ, ''আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা- ওয়ারাযাকানীহি মিন গয়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্'' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করে পরালেন) পড়ে তার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

ফুটনোট

[1] হাসান : তিরমিযী ৩৪৫৮, ইবনু মাজাহ ৩২৮৫, আবূ দাঊদ ৪০২৩, তবে আবূ দাঊদে বর্ণিত "وما تأخر" শব্দদ্বয় অতিরিক্ত। এই দুই জায়গায় অতিরিক্ত ব্যতীত হাদীসটি হাসান। সহীহুল জামি' ৬০৮৬, আল জামি'উস্ সগীর ১১০৩১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৪২, ইরওয়া ১৯৮৮, মুসনাদে আহমাদ- ১৫৬৭০, তাহক্বীক শু'আয়ব আরনাউত্বব : হাসান; মুসনাদে আবূ ইয়া'লা- ১৪৮৮, তাহক্বীক হুসায়ন সুলায়ম আসাদ : সানাদ হাসান;

শু'আবুল ঈমান ৬২৮৫, সুনান দারিমী- ২৬৯০, তাহক্বীক হুসায়ন সুলায়ম আসাদ : সানাদ হাসান; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৬৮০১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে প্রথমাংশের শেষে (وَمَا تَأَخَّرَ) 'ওয়ামা- তাআখখারা' অর্থাৎ "যা পরবর্তীতে হবে" বাক্যাংশটি আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর সুনানে এই অংশসহ হাদীসটি উল্লেখ করছেন বলে কিছু সংস্করণে পাওয়া যায় আবার কিছু সংস্করণে পাওয়া যায় না। তবে মিশকাত প্রণেতা সে অংশটুকু ছাড়াই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কারী বলেন, ত্বীবী বলেছেনঃ তিরমিযী ও আবূ দাঊদে 'ওয়ামা- তাআখখারা' বাক্যাংশটি নেই। যদিও মিশকাতের কিছু সংস্করণে 'ওয়ামা- তাআখখারা' বাক্যাংশ যোগ করা হয়েছে এ ধারণায় যে, হাদীসের পরের অংশের শেষে 'ওয়ামা- তাআখখারা' বাক্যাংশটি আছে। অতএব এখানেও আছে মনে হয়। উল্লেখ্য যে, হাদীসের পরবর্তী অংশ তথা (غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ..... وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا) অংশের শেষে 'ওয়ামা- তাআখখারা' বাক্যাংশটি সকল সংস্করণে রয়েছে। এ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খন্ড, হাঃ ৪০১৮)

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75067

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন